হসপিটালিটি ও হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের স্নাতক কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৭ এপ্রিল ...পৃঃ ১৩

কর্মক্ষেত্র জীবিকার আটঘাট

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে **কর্মক্ষেত্র** পুরস্কার
প্রতি মাসেই ৫০০০ টাকা
পুরস্কৃত প্রবন্ধ ১১ পাতায়

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে

চার যুগোপযোগী স্পেশ্যালাইজেশনে এম বি এ

শিল্পের প্রয়োজনেই উঠে এসেছে পাবলিক সিস্টেমস ম্যানেজমেন্টের নতুন চারটি স্পেশ্যালাইজেশন। এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, হেলথ কেয়ার ও হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের এম বি এ পড়া যাচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে। ভর্তির জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাজের দুনিয়ার প্রয়োজনে ম্যানেজমেন্টের নতুন নতুন স্পেশ্যালাইজেশনের উদ্ভব ঘটছে। এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট— এরকমই কয়েকটি অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয়।

দেশের যে-চারটি অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের এই স্পেশ্যালাইজড বিষয়গুলি জড়িত, সেগুলি যথাক্রমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, পরিবহণ, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা। ইতিমধ্যে এই সবক'টি ক্ষেত্রেই বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে। এরপরও নতুন অনেক সংস্থাই এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজের জন্য আসছে। ফলে আগামী দিনে এই চার ক্ষেত্রেই চাকরির আরও সুযোগ তৈরি হবে। কীভাবে ও কেন, তার একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান থেকে।

বিদ্যুতে নজর বিকল্পে

২০২০ সালের মধ্যে এ দেশে বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিপুল সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ হতে চলেছে। ক্লাইমেট গ্রুপ-এর রিপোর্ট— ●বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অন্তত ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে আগামী কয়েক বছরে ●সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ হতে চলেছে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা ●ছোট জলবিদ্যুৎ এবং জৈব পদার্থ থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্য লগ্নির পরিমাণ যথাক্রমে ২৭ হাজার ও ৩২ হাজার কোটি টাকা।

রিটেল ব্যবসার রমরমায় পরিবহণে জোর

পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ করা থেকে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

চাকরির বাজারে দক্ষ পেশাদারদের খুব ভালো চাহিদা আছে

ডঃ ঝুমুর বিশ্বাস
বিভাগীয় প্রধান, এম বি এ (পাবলিক সিস্টেমস)
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট

পাবলিক সিস্টেমস ম্যানেজমেন্ট মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। ছোট পরিসর থেকে বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার। আমরা পাবলিক সিস্টেমসের চারটি স্পেশ্যালাইজেশনে এম বি এ পড়াচ্ছি। এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট এবং হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট। শিল্পেই বলুন বা সার্ভিস সেক্টর, ম্যানেজমেন্টের এই স্পেশ্যালাইজেশনগুলির পেশাদারদের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফলে চাকরির বাজার ভালো। পেশাদারদের চাহিদা আর জোগানের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে। চাহিদা আগামী দিনগুলোতে আরও বাড়বে। চাকরির বাজার দেশজুড়ে বিস্তৃত।

কোর্স শেষ হওয়ার অনেক আগেই চাকরির জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসিংয়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের চাকরি হয়ে যায় ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস প্রোভাইডার সংস্থায় চাকরি করছে। স্পেশ্যালাইজেশন অনুসারে নিয়োগ করেছে যেসব সংস্থা, সেগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়েবরেডা, ডব্লু বি পি ডি সি এল, ডব্লু বি এস ই ডি সি এল, ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্টস, প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্স, আই টি সি লিমিটেড, সি ই এস সি, সেইল, ইউনিসেফ, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস, অম্বুজা সিমেন্ট, বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ওখার্ড কিডনি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, ভাসান আই কেয়ার, আর এন টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ, অ্যাপোলো গ্লেনেগলস (কলকাতা), উডল্যান্ডস হসপিটাল (কলকাতা), পিয়ারলেস হসপিটাল, ফ্লিপকার্ট, প্যান্টালুনস, স্যামসুং, ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ, নেসলে, টাটা এন ওয়াই কে প্রভৃতি। কিছু সংস্থার কথা উল্লেখ করলাম। সুযোগ রয়েছে উচ্চশিক্ষারও। আমাদের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বিদেশে পি এইচ ডি করছেন। বিদেশে চাকরিও হয়েছে কয়েকজনের।

আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি, যাঁরা অকুপেশনাল সিকিউরিটির ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন তাঁরা এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্টের এম বি এ কোর্সটি করলে চাকরির বাজারে অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন।

আসলে বাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই পাবলিক সিস্টেমসের সংশ্লিষ্ট চার স্পেশ্যালাইজেশনের জন্য কোর্স কারিকুলাম তৈরি করেছে আই আই এস ডব্লু বি এম। তাই ভালো করে কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ছেলেমেয়েদের যে চাকরির অভাব হবে না, সে-কথা জোর দিয়েই বলা চলে।

মাধ্যমিকের পরই রাজ্যের পলিটেকনিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা

মাধ্যমিকের পরই কারিগরি পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন পলিটেকনিকে। প্রবেশিকা পরীক্ষা জেক্সপো-য় সফল হলে ডিপ্লোমা করা যায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায়। এছাড়াও ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর ভোকলেট পরীক্ষায় সফল হয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়া যায়। দু'টি পরীক্ষাই এ বছরের ২৮ এপ্রিল। ২০১৯-এর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। আবেদন করা যাচ্ছে এখনই।

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাধ্যমিকের পরই চাকরিমুখী কারিগরি পড়াশোনা করতে চাইলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে পারেন। পড়ানো হয় পলিটেকনিক-গুলিতে। পাশ করার পর সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুযোগ প্রচুর। আবার, যাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির উচ্চতর পাঠ নিতে চান তাঁদের জন্যও রয়েছে বিশেষ সুযোগ। ডিপ্লোমার পরে কিছু শাখার ক্ষেত্রে ল্যাটারাল এন্ট্রির পরীক্ষা দিয়ে বি ই বা বি টেক ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়া যায়।

৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার পর চাকরির সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সারা বছরই বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, রেল, সড়ক ও বিমান পরিবহণ সংস্থা, সরকার অধিগৃহীত ছোট-বড় নানান সংস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থাগুলি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করে থাকে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান-বাহিনীতেও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাতেও নানা পদে চাকরি হতে পারে।

পড়াশোনার ব্যবস্থা

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে

চার যুগোপযোগী স্পেশ্যালাইজেশনে এম বি এ

নয়ের পাতার পর

শুরু করে তৈরি পণ্যটি ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত, পুরো পদ্ধতিটায় পরিবহণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পোশাকি ভাষায় একেই বলে লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট। একদিকে রিটেল ব্যবসা, অন্যদিকে পরিষেবা শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির দরুন আগামী দিনে এই পেশাতেও কয়েক লক্ষ লোকের দরকার হবে।

শিল্পে পরিবেশ বিধি

যে-কোনও শিল্পক্ষেত্রে এখন প্রতি পদক্ষেপে পরিবেশ বিধি মেনে চলতে হয়। তা ছাড়াও বন, পর্যটন, নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের মতো বিভাগগুলিতে পরিবেশ-সংক্রান্ত পেশাদারদের প্রয়োজন আছে। এঁদের নিয়োগ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পরিবেশ-সংক্রান্ত কনসালটেন্সি ফার্মগুলি, এন জি ও-রা। হিসাব বলছে, গত ১০ বছর ধরে বার্ষিক ১০ হাজার চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে পরিবেশ-সংক্রান্ত পেশাদারদের জন্য। এই সুযোগ আরও বাড়বে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় আন্তর্জাতিক সাফল্য

চিকিৎসা পর্যটনে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রথম স্থানটি থাইল্যান্ডের। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ মানুষ ভারতে চিকিৎসা করাতে আসেন। অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বিপুল। ইতিমধ্যেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে একশো শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। দেশজুড়ে চিকিৎসা-পরিকাঠামোর উন্নতি ও ব্যাপ্তি ঘটছে। স্বাস্থ্য বিমা ক্ষেত্রেও জোয়ার এসেছে। সব মিলিয়ে পেশাদারদের জন্য এখানেও চাকরির সুযোগ বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা মানছেন, দক্ষ কর্মীর চাহিদা যেভাবে বাড়ছে তাতে এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজের জন্য দক্ষ পেশাদারদের গড়ে তোলার দিকে এখনই নজর দেওয়া দরকার।

পড়াশোনার ব্যবস্থা

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে (আই আই এস ডব্লু বি এম) এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট, হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের এম বি এ ডিগ্রি কোর্স পড়া যায়। কোর্সগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

স্পেশ্যালাইজেশন অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা

এনার্জি ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা এ এম আই ই অথবা ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথমেটিক্স বা ইকনমিক্সে অনার্স ডিগ্রি অথবা বি বি এ বা বি সি এ ডিগ্রি।

ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ সায়েন্স বা কমার্স বা আর্টস বা ইকনমিক্সের অনার্স ডিগ্রি অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিগ্রি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ডিগ্রি বা এ এম আই ই।

হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ যে-কোনও শাখায় অনার্স ডিগ্রি অথবা এম বি বি এস বা আয়ুশ বা বি এইচ এম এস বা বি এ এম এস বা বি ইউ এম এস বা বি ডি এস অথবা ফিজিওথেরাপি বা অপ্টোমেট্রির ডিগ্রি অথবা এল এল বি বা বি বি এ অথবা ফার্মাসি বা নার্সিং বা নিউট্রিশন বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এ এম আই ই।

এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ সায়েন্স বা ইকনমিক্সের অনার্স ডিগ্রি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা এ এম আই ই। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকলে যে-কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই আবেদন করতে পারেন।

সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রার্থীর ক্যাট বা ম্যাট বা সিম্যাট বা জে ই ম্যাট বা জিম্যাট বা গেট অথবা এ টি এম এ স্কোর থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণের পরীক্ষা হয় ফেব্রুয়ারি, মে, অগস্ট এবং নভেম্বর মাসে।

কোর্স ফি

২ বছরের কোর্স ফি ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মোট দু'টি কিস্তিতে ফি জমা দেওয়া যাবে। কোর্স শেষে কশান মানি বাবদ জমা রাখা ১০ হাজার টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। কোর্স ফি বাবদ ব্যাঙ্ক থেকে শিক্ষাঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে। কোন কোন ব্যাঙ্ক থেকে সুবিধাজনক শর্তে শিক্ষাঋণ পাওয়া যাবে তা প্রতিষ্ঠান থেকেই জানা যাবে।

কীভাবে আবেদন করবেন

২০১৯-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নীচের যে-কোনও একটি পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারেন। আবেদনের ফি বাবদ দিতে হবে ৯০০ টাকা।

●অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iiswbm.edu। এ ক্ষেত্রে এম বি এ-পাবলিক সিস্টেমে (এম বি এ-পি এস) ক্লিক করে স্পেশ্যালাইজেশন বাছাই করতে হবে। ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে।

●সরাসরি ফি-এর বিনিময়ে আবেদনের ফর্ম কিনতে পারেন প্রতিষ্ঠানের এই ঠিকানা থেকে: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্কোয়ার (ওয়েস্ট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩। ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে একই ঠিকানায়।

●আবেদনের ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.iiswbm.edu আবেদনপত্র পূরণ করে প্রতিষ্ঠানের অফিসে জমা দেওয়ার সময় আবেদনের ফি জমা দিতে হবে। এছাড়াও এ ক্ষেত্রে ফি দিতে পারেন চালানের মাধ্যমে। এস বি আই চালান ডাউনলোড করা যাবে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকেই। ফি জমা দিতে হবে পাওয়ার জ্যোতি অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩২৪৯৫৬৫৬৭১০-এ।

আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে ৩ জুন পর্যন্ত। ক্লাস শুরু হবে জুলাইয়ে।

প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া

প্রার্থী বাছাই হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, ক্যাট বা ম্যাট বা গেটের মতো প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল এবং গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ আয়োজিত হবে ১২, ১৩ ও ১৪ জুন। ফল প্রকাশিত হবে ১৮ জুন।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে: ২২১৯-১৬৮৩, ৪০২৩-৭৪৭৪, ২২৪১-৩৭৫৬।

- ✓নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট শিক্ষগত যোগ্যতা ছাড়াও সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রার্থীর ক্যাট বা ম্যাট বা সিম্যাট বা জে ই ম্যাট বা জিম্যাট বা গেট অথবা এ টি এম এ স্কোর থাকতে হবে।
- ✓ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণের পরীক্ষা হয় ফেব্রুয়ারি, মে, অগস্ট এবং নভেম্বর মাসে।
- ✓প্রার্থী বাছাই হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, ক্যাট বা ম্যাট বা গেটের মতো প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল এবং গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।
- ✓গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ আয়োজিত হবে ১২, ১৩ ও ১৪ জুন।
- ✓ফল প্রকাশিত হবে ১৮ জুন।

মাধ্যমিকের পরই রাজ্যের পলিটেকনিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা

নয়ের পাতার পর

টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট (পূর্বতন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন) কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিকগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় ডিপ্লোমা কোর্স পড়া যায়।

বিষয়গুলি হল: এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কম্পিউটার সফটওয়্যার টেকনোলজি, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল), ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি, ফুটওয়্যার টেকনোলজি, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফর্মেশন সিস্টেম অ্যান্ড গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, লেদার গুডস টেকনোলজি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন), মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইন সার্ভেয়িং, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং, মাল্টিমিডিয়া টেকনোলজি, প্যাকেজিং টেকনোলজি, ফটোগ্রাফি, প্রিন্টিং টেকনোলজি, সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

এই সবক'টি বিষয়েই পড়ানো হয় ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। তবে সব পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে সব শাখায় কোর্স পড়ানো হয় না। কোন পলিটেকনিকে কী-কী বিষয় পড়ানো হয় তার বিশদ তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.webscte.co.in

উচ্চতর শিক্ষা

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আছে।

ডিপ্লোমা কোর্স সফলভাবে শেষ করার পর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স অর্থাৎ বি ই বা বি টেক কোর্স করার জন্য রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়া যায়। এর জন্য একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার নাম 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর ল্যাটারাল এন্ট্রি' বা সংক্ষেপে 'জিলেট'। পরীক্ষা পরিচালনা করে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড। ল্যাটারাল এন্ট্রির মাধ্যমে ভর্তি নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শাখার বি ই বা বি টেক কোর্সের আসন সংরক্ষিত থাকে।

এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করার পর ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের 'অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ অব দ্য ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (এ এম আই ই)' পরীক্ষা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্সের সমতুল যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

স্নাতক প্রার্থীরা গেট (গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং) পরীক্ষায় বসারও যোগ্যতা অর্জন করবেন।

কীভাবে ভর্তি নেওয়া হয়

রাজ্যের পলিটেকনিকগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয় দু'টি পদ্ধতিতে—

●'জেক্সপো' বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর পলিটেকনিক পরীক্ষার মাধ্যমে

●'ভোকলেট' বা ভোকেশনাল ল্যাটারাল এন্ট্রি পরীক্ষার মাধ্যমে। দু'টি পরীক্ষাই পরিচালনা করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট।

জেক্সপো

মাধ্যমিকের পরই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় তার জন্য দিতে হয় 'জেক্সপো' বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর পলিটেকনিক পরীক্ষা। জেক্সপো পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে একটি মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হয়। মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থীদের র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ৬৯টি সরকারি ও ৭৬টি সেল্ফ-ফিনান্সড পলিটেকনিকে ভর্তি নেওয়া হয়। র‍্যাঙ্ক ভালো হলে প্রার্থী পছন্দসই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন, পছন্দসই শাখার কোর্সও বেছে নিতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা— মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ৩৫ শতাংশ নম্বর-সহ পাশ করলে জেক্সপো-য় বসা যাবে। অ্যাডিশনাল বিষয়ের নম্বর গ্রাহ্য হবে না।

বয়স— প্রার্থীর জন্মতারিখ ১-৭-২০০৪-এর পরে হওয়া চলবে না। বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

প্রার্থীর বর্ণান্ধতা রোগ থাকা চলবে না।

পরীক্ষার ধরনধারণ— জেক্সপো ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে অঙ্ক (৫০ নম্বর), ফিজিক্স (২৫ নম্বর) এবং কেমিস্ট্রি (২৫ নম্বর) থেকে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

পরীক্ষা ২৮ এপ্রিল, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা।

ভোকলেট

সরাসরি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি নেওয়া হয় ভোকলেট পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পদ্ধতিকে বলে 'ল্যাটারাল এন্ট্রি'। ভোকলেট পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের ৬৯টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৫৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় ভর্তি হওয়া যায়। র‍্যাঙ্ক অনুসারে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে প্রার্থী ভর্তি নেওয়া হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা— ল্যাটারাল এন্ট্রি ব্যবস্থায় বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সংরক্ষিত আসনে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি নেওয়া হয় কেবল ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ এবং আই টি আই পাশ ছাত্রছাত্রীদের। যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন।

বয়স—বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

পরীক্ষার ধরনধারণ— ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, মেকানিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ২০টি করে প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

এবছরের ভোকলেট পরীক্ষা ২৮ এপ্রিল, দুপুর ১টা ৩০মিনিট থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত।

পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাবেন আবেদনের ফর্মের সঙ্গে পাওয়া তথ্যপুস্তিকা থেকে। এছাড়াও দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: www.webscte.co.in

জেক্সপো এবং ভোকলেট উভয় পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ৩ এপ্রিল থেকে।

আবেদনের পদ্ধতি

আবেদন করা যাবে অনলাইন ও অফলাইন ব্যবস্থায়।

●অফলাইন আবেদন

ফি বাবদ ৫০০ টাকার (কন্যাশ্রী প্রকল্পে যাঁদের নাম নথিভুক্ত আছে তাঁদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকার) বিনিময়ে ইনফর্মেশন ব্রোশিওর-সহ ও এম আর আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত যে-কোনও পলিটেকনিকের অফিস থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত (রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া)। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে জমা দেবেন একই ঠিকানায়, ৬ মার্চের মধ্যে।

●অনলাইন আবেদন

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.webscte.co.in অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো, সই এবং বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্র এবং ফি জমা দেওয়ার চালানের এক কপি করে প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এক্ষেত্রে ফি বাবদ নগদ ৪৫০ টাকা (কন্যাশ্রী প্রকল্পে যাঁদের নাম নথিভুক্ত আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে ২২৫ টাকা)-সহ প্রিন্ট আউটগুলি জমা দিতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত কোনও পলিটেকনিকে। এক্ষেত্রেও নথিপত্র ও ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ মার্চ।

আবেদনের সময় প্রার্থী কোন ডিস্ট্রিক্ট বা জোন থেকে পরীক্ষা দিতে চান তার কোড উল্লেখ করে দিতে হবে। কোড নম্বরের তালিকা পাবেন ইনফর্মেশন ব্রোশিওরে বা এই ওয়েবসাইটে: www.webscte.co.in

এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নম্বর: WBSCTVESD/TET/2019-20/0085.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট, কারিগরি ভবন, ফোর্থ ফ্লোর, প্লট নম্বর-বি/৭, অ্যাকশন এরিয়া-থ্রি, নিউটাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০ ১৬০।